দালি

ভুবন সোম

‘ন্যাশনাল ল্যাম্পুন‘ এর প্রচ্ছদ টা দেখছিলেন ইনি, অসহিষ্ণু মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।বিরক্ত হয়ে দলামোচা করে ফেলে দিলেন একবার, আবার তুলে নিলেন, আবার দেখলেন, তর্জনী টা বোলালেন একবার, আবার, বার বার...........হঠাৎ ষষ্ঠেন্দ্রিয়টি সজাগ হয়ে ওঠায় মুখ তুলে চাইলেন.......হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই....এই সুঠাম চেহারা তিনি ভুলবেন না। তাকিয়ে আছেন এনার দিকেই......ইনি চোখ সরালেন না, মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বললেন ‘আপনাকে ঘৃনা করি, এখনো। না, *গালা*-র জন্য নয়; তাকে পাই কি না পাই.....আপনাকে ঘৃণা করি....চিরকাল‘ মুখটা একটু বিমর্ষ হল, ইনি ভ্রুক্ষেপ করলেন না
‘আপনাদের হিরোইসমকেও ঘেন্না করি। শিশ্নোদরপরায়ণ রেভলিউশনারীরা আমার চোখে কি জানেন? খোজা......ক্যাসট্রেশনের পর তাদের তেজ বাড়ে.....তারা লিঙ্গের কথা বলে, লিঙ্গের কথা শোনে, পরাবাস্তব লিঙ্গ দিয়ে উচ্ছেদ করতে চায় ধ্রুপদ সংস্কৃতি কে.....হাহ......লেনিন‘.......হাসছেন তিনি হাসছেন......‘কিসের এত প্রতিশোধস্পৃহা? তৃতীয় পান্ডব পাখির চোখ দেখেছিলেন আর আমাকে নিশানা করতে করতে আপনি কি দেখলেন? বীরগাথা? ও লজ্জা মেটানোর কোনো দায় আর আজ নেই, আপেল তাই ল্যাম্ব কাটলেট হয়েছে......আর ন্যাশনাল ল্যাম্পুনে আপনার আত্মজ একটি রক্তাক্ত শব মাত্র।‘ পুরুষটি এবার ফিরলেন, মহাকাল বোধ হয় বড় ঘন ঘন ওনাকে এরকম রিক্ত হাতেই ফেরায়.......‘যাওয়ার আগে একবার বলে যান যে আপনারো কোনো দায় নেই.....স্বীকার করুন‘.....যেতে যেতে শেষবারের মতন ঘুরে তাকালেন......হাসলেন....অলৌকিক হাসি।
শুকনো পাতার ওপর শব্দ করে দৌড়ে গেল একটি কুয়াগা।কিছুক্ষন স্তব্ধ হয়ে থাকলেন ইনি.......বিলীয়মান কুয়াগার থেকে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে অস্ফূটে বলে উঠলেন ‘করুণা করি আপনাকে....একটি পরাভূত, নিঃস্ব মানুষ....কোনো প্রত্যাশা নেই, নেই....নেই‘